এসএসএফ নির্দেশিকা প্রণয়ন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আরও তথ্য কোথায় পাওয়া যাবে?

বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ওয়েবসাইটে আরও অনেক তথ্য পাওয়া যাবে:

http://www.fao.org/fishery/ssf/guidelines/en

সুশীল সমাজ সংগঠনগুলোর ওয়েবসাইট থেকেও বিভিন্ন তথ্য জানা যেতে পারে:

https://sites.google.com/site/smallscalefisheries/ and
http://igssf.icsf.net

খাদ্য নিরাপত্তা ও দারিদ্র বিমোচনের প্রেক্ষিতে স্থায়িত্বশীল ক্ষুদ্রায়তন মৎস্য খাত নিশ্চিতকরণে

স্বেচ্ছামূলক নির্দেশিকা

এসএসএফ নির্দেশিকা

এসএসএফ নির্দেশিকা কী

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (Food and Agriculture Organization - FAO) এই খাদ্য নিরাপত্তা ও দারিদ্র বিমোচনের প্রেক্ষিতে স্থায়িত্বশীল ক্ষুদ্রায়তন মৎস্য খাত নিশ্চিতকরণে স্বেচ্ছামূলক নির্দেশিকা প্রণয়ন প্রক্রিয়াটিতে নেতৃত্ব দিচ্ছে। সংস্থাটি ১৯৯৫ সালে দায়িত্বশীল মৎস্যখাতের জন্য আচরণবিধি নামের কিছু নির্দেশিকা তৈরি করেছিল, সর্বশেষ এই নির্দেশিকাটি সেটিরই পরিপূরক বা অধিকতর উন্নতর সংস্করণ।

২০০৮ সালে থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অনুষ্ঠিত ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যখাত সংক্রান্ত বিশ্ব সম্মেলনের সুপারিশক্রমে ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারিতে বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার মৎস্য খাত বিষয়ক কমিটির (Committee on Fisheries - COFI) ২৯ তম সভায় এই নির্দেশিকা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কফি লক্ষ্য করে যে, ক্ষুদ্রাতয়ন মৎস্যখাতের গুরুত্ব প্রায়শই এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং এই খাত এবং এই খাতের সঙ্গে সংশিস্নষ্টদের প্রয়োজনের প্রতি যথেষ্ট মনযোগ প্রদান করা হচ্ছে না।

যদি কফি-তে এই নির্দেশিকা গৃহীত হয়, তাহলে এই এসএস এফ নির্দেশিকা ক্ষুদ্রায়তন মৎস্য খাতের গুরুত্বকে অধিকতর ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য করে তুলে ধরে এবং মানবাধিকারভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্য খাতের যে ভূমিকা আছে, তাকে আরও শক্তিশালী করবে।

এসএসএফ নির্দেশিকাগুলো কিভাবে তৈরি হলো? সুশীল সমাজের কি এই প্রক্রিয়ায় কোনও অংশগ্রহণ আছে?

এফএও সদস্য রাষ্ট্রগুলো বর্তমানে এসএসএফ নির্দেশিকা নিয়ে আলোচনা করছে। এই প্রক্রিয়ায় সুশীল সমাজ সংগঠন (ক্ষুদ্রায়তন মৎস্য খাত নিয়ে কাজ করে এমন সংগঠনের প্রতিনিধিসহ), সরকার, আঞ্চলিক বিভিন্ন সংগঠন এবং আরও বিভিন্নজনকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এটি নিয়ে প্রথম কারিগরি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ২০১৩ সালের মে মাসে, আগামী ফেব্রুয়ারিতে দ্বিতীয় এবং চূড়ান্ত সভা অনুষ্ঠিত হবে।

(বাংলাদেশে কোস্ট ট্রাস্ট কৃষি উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক তহবিল-ইফাদের অর্থায়নে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মৎস্যজীবীদের কাছ থেকে এই নির্দেশিকার উপর মতামত সংগ্রহ করে। দেশের পাঁচটি অঞ্চলে ১০ টি এফজিডি, ৫টি আঞ্চলিক কর্মশালা, একটি জাতীয় কর্মশালা এবং একটি জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এসব অনুষ্ঠানে মৎস্য খাতের সঙ্গে জড়িত প্রায় ৫০০ ব্যক্তি এই বিশেষ নির্দেশিকা সম্বন্ধে তাদের মতামত ব্যাক্ত করে। এসব মতামত ইফাদের মাধ্যমে এফএও-তে পাঠানো হয়। এই পুরো প্রক্রিয়ায় কোস্টকে সহায়তা করে আইসিএসএফ)।

বাংলাদেশসহ বিশ্বে বিভিন্ন দেশে খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এই নির্দেশিকার উপর মতামত গ্রহণের জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। সুশীল সমাজ সংগঠনগুলো ২০০৮ সালের ব্যাংকক সম্মেলন থেকেই স্বতপ্রণোদিতভাবে এই নির্দেশিকা প্রণয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকেছে। তারা এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকা মহাদেশের বিভিন্ন দেশে প্রায় ২০টি জাতীয় কর্মশালা এবং আফ্রিকায় দুটি আঞ্চলিক কর্মশালার আয়োজন করেছে।

পাশাপাশি ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং কানাডাতেও মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে। এসব অনুষ্ঠানে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যখাতের সঙ্গে জড়িত মৎস্যজীবী ও মৎস্য শ্রমিকসহ শত শত নারী ও পুরুষ অংশগ্রহণ করেন। তাদের আকাঙ্ক্ষা ও প্রস্তাবনা এসএসএফ নির্দেশিকা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, আর এর সমন্বয়ের কাজটি করেছে World Forum of Fish Harvesters and Fishworkers (WFF), the World Forum of Fisher Peoples (WFFP), the International Collective in Support of Fishworkers (ICSF), Ges International Planning Committee on Food Sovereignty (IPC).

এসএসএফ নির্দেশিকার প্রতি সুশীল সমাজ সংগঠনগুলোর আগ্রহ কেন?

সুশীল সমাজ সংগঠনগুলো মনে করে এই নির্দেশিকাটি ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যখাতের সঙ্গে সংশিস্নষ্টদের জন্য নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করবে। ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যখাতের সঙ্গে সংশিস্নষ্টদের অধিকার ও বৈধ স্বার্থ রক্ষার্থে সুশীল সমাজ সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে এই ধরনের একটি নির্দেশিকা প্রণয়নের জন্য অনেকদিন ধরেই দেন-দরবার চালানো হচ্ছে। তারা বিভিন্নভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে যে, ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যখাতের গুরুত্বপূর্ণ অবদান থাকা স্বত্ত্বেও এই খাতটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার বাইরে থাকা, বাণিজ্যিক জাহাজগুলোর অতিমাত্রায় মৎস্য আহরণ, মৎস্য আহরণ ক্ষেত্রগুলো দখল হয়ে যাওয়া এবং সেগুলোতে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার অধিকার হরণ, দারিদ্র ও মৌলিক সেবা না পাওয়াসহ নানা ধরনের সমস্যায় জর্জরিত। সুশীল সমাজ মনে করে যে, একটি নির্দেশিকা ক্ষুদ্রায়তন মৎস্য খাতের মানুষদের প্রতি বিশেষ মনযোগ ও সহযোগিতা দাবি করার একটি কার্যকর উপায় হতে পারে।

এসএসএফ নির্দেশিকার কখন অনুমোদিত হবে এবং কখন কার্যকর হবে?

এসএসএফ নির্দেশিকার খসড়া কফির ৩১তম সভায় উপস্থাপন করা হবে, এই সভা আগামী জুন, ২০১৪ সালের অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। সেই সভায় গৃহীত হয়ে গেলে এর যথ াযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করার দায়িত্ব বিভিন্ন রাষ্ট্র, সুশীল সমাজ সংগঠন এবং সংশিস্নষ্টদের।

একটি স্বেচ্ছামূলক নির্দেশিকা হিসেবে এসএসএফ নির্দেশিকা কিভাবে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যখাতের পরিবর্তন নিশ্চিত করবে?

মৎস্যখাতের কোনও ইতিবাচক পরিবর্তন নিশ্চিত করতে চাইলে এসএসএফ নির্দেশিকা কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে হবে। এর দায়দায়িত্ব যৌথভাবে সরকার, সুশীল সমাজ সংগঠন, দাতা সংস্থা, ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যখাতের সংশিস্নষ্ট মৎস্যজীবী ও মৎস্য শ্রমিক এবং অন্যান্য গোষ্ঠীর। মৎস্য শ্রমিকদেরকে এই নীতিগুলো বাস্তবায়নে এবং এই নীতিমালর সঙ্গে সমাঞ্জস্যপূর্ণ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারের সঙ্গে কাজ করতে হবে। এর জন্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে কার্যকর সম্পৃক্ততা ও সমন্বয় প্রয়োজন হবে।